দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 APR 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

039

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পবিত্র লাইলাতুল বারাত ও শিক্ষার্থী সমাজ

শামসুল ইসলাম

ঢাকা ঃ রোববার, ২৮ চৈত্র, ১৩৯৩

আগামী মঙ্গলবার দিবাগত রাত 'লাইলাতুল বারাত'। এই রাতটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ। এ রাতে এবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করা বড়োই সৌভাগ্যের বিষয়। শাবান মাসের ১৪ তারিখের দিবাগত রাতকেই 'লাইলাতুল বারাত' বলা হয়। আমরা এ রাতকে সাধারণত 'শবেবারাত' বলে থাকি। এই রাতে দয়াময় আল্লাহপাকের নির্দেশে পরবর্তীকালে বারাত পর্যন্ত এক বছরের হিসাব-নিকাশ লেখা হয়। একমাত্র 'শবেকাদার' ছাড়া এ রাতের সমতুল্য অন্য কোনো রাত নেই।

মুসলিম জাহানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও পবিত্রতার সঙ্গে 'লাইলাতুল বারাত' পালন করা হয়। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। শবেবারাত উপলক্ষে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত বন্ধ থাকে। সকলে যাতে এবাদত-বন্দেগীর মধ্য দিয়ে রাতটি কাটাতে পারে সেজন্যই এই ছুটি দেয়া হয়।

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদেরও এ রাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করা আবশ্যক। দেখা যায়, স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী ছাড়া অধিকাংশই পবিত্র রজনীতে এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহতা'লার ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা করার প্রয়োজন অনুভব করেন। অনেকে শবেবারাতকে শুধুমাত্র আনন্দ-উৎসব মনে করে রুটি-হালুয়া, পোলাও-কোর্মা আহার এবং বাড়ী বাড়ী সে সব খাদ্যদ্রব্য পাঠানোকেই বড়ো কাজ বলে গণ্য করে থাকে। এমনকি বহু ক্ষেত্রে বাজী পুড়িয়ে, পটকা ফুটিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে এই পুণ্যময় রাতের পবিত্রতা বিনষ্ট করা হয়। এটা অন্যায়। এখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। তাদের উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের শবেবারাত-এর তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও শিক্ষাদান করা। এ রাতের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা। এ রাতটি যে এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমেই অতিবাহিত করা আবশ্যক এই সত্যটি তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে সুদৃঢ়ভাবে রোপণ করে দিতে হবে।

এখানে শবেবারাত-এর ফজিলত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিবরণ পাঠ করলেই এই মহিমাময় রাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

হাদিস শরীফে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'হে বিশ্ববাসী বান্দাগণ তোমরা শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে নিদ্রা পরিত্যাগ করে এবাদতে মগ্ন হও। কেননা, ঐ রাত অত্যন্ত বরকত ও ফজিলতপূর্ণ।' সেই রাতে আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'তোমাদের মধ্যে কি কেউ ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছে? আমি অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেবো।'

অপর একটি রেওয়াতে আছে, হযরত (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন থাকে তার জন্য কতোই না খুশী ও কতোই না আনন্দ।'

হযরত রাসূল করীম (সাঃ) আরো এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি এই রাতে ১০০ রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে তার জীবনের সমুদয় গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং দোজখের আগুন তার জন্য হারাম হবে। অর্থাৎ সে আল্লাহতা'লার পিয়ারা বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবে।'

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত (সাঃ) এরশাদ করেছেন, 'একদা হযরত জিব্রাইল (আঃ) এসে আমাকে বলে গেছেন—হে আল্লাহর হাবীব (সাঃ) আপনি শয্যা ত্যাগ করে উঠুন এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা, এই রাতে করুণাময় আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য একশ' রহমতের দরজা খুলে রাখেন। সুতরাং আপনি এই বুজর্গ রাতে স্বীয় উম্মতের জন্য সুপারিশ করুন। কিন্তু যারা মোশরেক, যাদুকর, গণক, বখীল, সুদখোর, জিনাকারী তাদের ক্ষমা করবেন না এবং তিনি তাদের কঠোর আজাবের মধ্যে রাখবেন।'

হাদীস শরীফে আরো আছে, দ্বীনের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি শাবান মাসের ১৫ তারিখের দিনে আমার উপরে ১০০ বার দরুদ পাঠ করে এবং রাতেও ১০০ বার দরুদ পাঠ করে তাহলে করুণাময় আল্লাহপাক তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন এবং তার উপরে দোজখের আগুন হারাম হয়ে যাবে।' অপর এক বর্ণনায় ৩০০ বার দরুদ পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনে কোনো বর্ণনায় ৩ হাজার বারও আছে। অতি সংক্ষিপ্ত এই বর্ণনা থেকেই শবেবারাত-এর ফজিলত কতোখানি তা উপলব্ধি করা যায়। তাই ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ প্রতিটি মুসলমানেরই এ রাতের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা আবশ্যক। পান-ভোজন-আনন্দ-উল্লাসের আধিক্যের পরিবর্তে এবাদত-বন্দেগীর মধ্য দিয়েই এ রাত অতিবাহিত করা সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (আলহাজ্ব মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সীর 'বার চান্দের ফজিলত ও আমল' গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।)